অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। আমার প্রিয় এগারোই জ্যৈষ্ঠ ।।

১১ই জ্যৈষ্ঠ দিনটি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ন। দিনটি বরাবরই আমার প্রিয়। আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম এ দিনে। তবে ইংরেজী ১৯৮৩ (বাংলা ১৩৯০ সন) সাল থেকে এ তারিখটি আমার আরো অধিক প্রিয়। আমার একমাত্র ছেলে মিহিরের জন্ম ১৩৯০ সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ। সেই থেকে ১১ জ্যৈষ্ঠকে আমার ভুলে যাবার আর কোন সুযোগ নেই। ১১ জ্যৈষ্ঠে আমার প্রিয় কবিকে নিয়ে ভাবি। মিহিরকে নিয়েও ভাবি। কবিকে নিয়ে ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। এতো বিস্তৃত ঘটনাবহুল জীবন কতটুকুই বা তার জানি।

তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি কবি। কিন্তু কেবল কবিতাতেই কবি-র জীবন সীমাবদ্ধ থাকেনি। বহু পরিচয়ে বর্ণাঢ্য উল্লেখযোগ্য কবি-র তেইশ বছরের সাহিত্য - সঙ্গীত - শিল্প - জীবন। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, বাদক, সঙ্গীত পরিচালক, সাংবাদিক, সম্পাদক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র কাহিনীকার এবং পরিচালক। চলচ্চিত্র জগতে তাঁর পদচারণার কথায় পরে আসছি।

সাতাত্তর বছর জীবনকালের মধ্যে কবি সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র তেইশ বছর (১৯১৯-১৯৪২)। বলতে গেলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝের সময়টাতেই মূলতঃ তিনি লিখেছেন। এই তেইশ বছরে বিদ্রোহী কবি লিখেছেন ২২টি কবিতা গ্রন্থ, ৩টি উপন্যাস, ৩টি গল্প গ্রন্থ, ৩টি নাটক, ৩টি কাব্যানুবাদ, ২টি কিশোর কাব্য, ২টি কিশোর নাটিকা, ৫টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৪টি সঙ্গীত গ্রন্থ। তাঁর রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে সকলের অনুমান হাজার চার পাঁচ হবে। কবি-র সবচে' প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ দু'জন বন্ধু ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে নজরুলের প্রথম কবিতার নাম "রাজার গড়" যেটা কবি লিখেছিলেন ১২ বছর বয়েসে।

শৈলজানন্দ বলেছেন - কৈশরে নজরুল লিখতেন ছোটগল্প আর তিনি লিখতেন কবিতা। সময় বদলে পরবর্তীতে নজরুল হলেন কবি আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় হলেন কথাশিল্পী।

করাচিতে থাকাকালীন সময়ে নজরুল বেশ কয়েকটি ছোট গল্প রচনা করেছিলেন। যেমন- রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহেরনেগার, সাঁঝের তারা, রাক্ষুসী ইত্যাদি। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে কবি দেশে ফিরলেন। মার্চে বাঙালী পল্টন ভেঙ্গে দেয়া হলে নজরুল প্রথমে প্রিয় বন্ধু শৈলজানন্দের মেসে এবং পরবর্তীতে কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের সাথে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস কক্ষে একত্রে বসবাস শুরু করলেন। তখনই লিখলেন তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতা "মুক্তি" যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। কবি এ কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন "ক্ষমা" পরে মুজাফ্ফর সাহেবই এর নাম পরিবর্তন করে ছেপেছিলেন "মুক্তি" নামে। এরপরই শুরু হোল তাঁর তুখোড় লেখালেখি।

১৯২০ সালেই রাজনীতিবিদ আবুল কাসেম ফজলুল হক সাহেবের আর্থিক আনুকূল্যে এবং তাঁরই এক ভাঙ্গা প্রিন্টিং প্রেস নিয়ে নজরুল এবং মুজাফ্ফর আহমেদ যৌথ সম্পাদনায় শুরু করলেন দৈনিক নবযুগ। এ নবযুগের প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথায় মুজাফ্ফর আহমেদ লিখেছেন - " দৈনিক কাগজে লেখার অভিজ্ঞতা আমাদের ভিতর একজনেরও ছিলো না। নজরুল ইসলাম কোনোদিন কোনো দৈনিক কাগজের অফিসেও ঢোকেনি। তবু সে বড় বড় সংবাদগুলিকে পড়ে সেগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে লাগলো। তার দেয়া হেডিংয়ের জন্যও নবযুগ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। বিদ্যাপতি ও চন্ডিদাসের কবিতা তার পড়া ছিলো। সেইসব কবিতার কিছু কিছু কথা উল্লেখ করেও সে হেডিং দিত। সে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়েনি। যেমন ইরাকের রাজা ফয়সলের কি একটা সংবাদকে উপলক্ষ্য করে সে হেডিং দিয়েছিলো - আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/পরাণ সখা ফয়সুল হে আমার। "

১৯২০সালের শেষ নাগাদ নজরুল নবযুগ ছেড়ে যান। এরপর ১৯২২ সালের অগাষ্টে নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ শুরু করেন ধূমকেতু। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশের কারণে কবি-র এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। ধূমকেতু বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯২৫-এ তিনি প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক লাঙ্গল। পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় "গণবানী"। ১৯৪০-এ নজরুল পুনরায় ফিরে যান নবযুগে। তবে এ যাত্রায় প্রধান সম্পাদক হয়ে।

এবার চলচ্চিত্রের কথায় আসি। ১৯৩৪ সালে ' ধ্রুব ' নামে এক চলচ্চিত্রে পরিচালক, গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক রূপে আবির্ভূত হন নজরুল। এক পর্যায়ে নারোদের ভূমিকায় তাঁকে অভিনয়ও করতে হোল। পরের বছর "পাতালপুরী" ছায়াছবিতে সঙ্গীত রচনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সহকারী পরিচালক হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্ত। বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেন প্রিয়নাথ গঙ্গেপাধ্যায়। ১৯৩৭ সালে "গ্রহের ফের" ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নজরুল। ১৯৩৮-এ "বিদ্যাপতি" চলচ্চিত্রে কাহিনীকার, গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন

করেন নজরুল। ছবিতে অনুরাধার চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কানন দেবী। অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্যের (বিখ্যাত উপন্যাস - যখন নায়ক ছিলাম, যখন পুলিশ ছিলাম-এর লেখক) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৩৮ সনে আরো একটি ছবিতে নজরুল সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যে ছবি নিয়ে তখন বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিলো। ছবিটির নাম 'গোরা' যার কাহিনীকার, গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্র পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র। ছবিটির ট্রেড শো-র দিন বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের গানের সুর যথাযথ হয়নি বলে আপত্তি তোলেন। নজরুল তৎক্ষনাৎ গোরা ছবির একটি প্রিন্ট ও ছোট একটি প্রজেকশন মেশিন জোগাড় করে তাঁর সহকারী এবং দেবদত্ত ফিল্মসের মানু গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমোদন নিয়ে তারপর কলকাতায় ফিরে ছবি রিলিজের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নজরুল আরো যে সব ছায়াছবির সাথে কাহিনীকার, সুরকার, গীতিকার অথবা সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে জড়িত ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাপুড়ে, নন্দিনী, অভিনয় নয়, দিকশূল, দিলরুবা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ইত্যাদি। ধূপছায়া নামের একটি ছবি নজরুল নিজে পরিচালনা করেন এবং প্রধান চরিত্রে অভিনয়ও করেন।

এতো তাড়াতাড়ি এ অসাধারণ কবি থমকে যাবেন কেউ ভাবতে পারেনি। ১৯৪২ সালে কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্থানীয়ভাবে লুম্বিনী পার্ক, রাঁচী মানসিক হাসপাতালে ব্যর্থ চিকিৎসার পর তাঁকে ১৯৫৩ সালে ইংল্যান্ডে এবং পরে জার্মানীতে নেয়া হোল। কোন ফল পাওয়া গেল না। সেই যে কবি নীরব হলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৩৪টি বছর নীরবই থেকে গেলেন। কবিকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৪ মে ঢাকায় নিয়ে এলেন। সেই থেকেই ঢাকায়। অবশেষে ১২ ভাদ্র রোববার ১৩৮৩, ইংরেজী ২৯ আগষ্ট ১৯৭৬-এ কবি পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কবি বলে গেছেন - "মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই/যেন গোরের থেকে মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই"। বাংলাদেশের মানুষ কবি-র সে ইচ্ছা পূরণ করেছে - তাঁকে কবর দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদেরই পাশে যেখানে খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন আমাদের জাতীয় কবি, প্রেমের কবি, বিদ্রোহের কবি, গানের কবি, সাম্যের কবি, দারিদ্রের কবি, মানুষের কবি - ভালোবাসার কবি।

তবুও মনে হয় আমরা যেন কবিকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়ে যাই। কি দেশে কি প্রবাসে। সেই কবে থেকে শুনে আসছি ত্রিশালে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হবে। কাজ শুরু হয়েছে বটে তবে এগুচ্ছে ঢিমা তেতালায়। এই প্রবাসে অনুষ্ঠান উৎসবে নজরুল কতখানি আছেন? পূজা কালচার সোসাইটি তবুওতো প্রতি বছর রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তীর মাধ্যমে নজরুলকে ধরে রাখছেন। তাঁদের উদ্দ্যোগের প্রশংসা করি। এই সুযোগে শিল্পী অমিয়া মতিনকে ধন্যাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাই। চাকরী সংসার সব দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি নিরলস করে যাচ্ছেন

নজরুল সাধনা। খুব কম অনুষ্ঠানই দেখেছি যেখানে অমিয়া মতিন নজরুলের গান না গেয়ে শেষ করেছেন। ২০০৭-এর ৯ ডিসেম্বর লিভারপুল লাইব্রেরী প্লাজাতে তাঁর নজরুল গীতির সিডি "আশা পথ চাহি"-র প্রকাশনা উৎসবে গিয়ে দেখেছি তাঁর নজরুল ভক্তি। স্থানীয়ভাবে তৈরী করা ভিন্নস্বাদে ভিন্ন আঙ্গিকের এই সিডি নিয়ে শুধু এটুকুই বলতে পারি আমরা ভুলতে চাইলেও শিল্পী অমিয়া মতিন আমাদেরকে নজরুল বিস্মৃত হতে দেবেন না। আমরাও রই আশা পথ চাহি।

আজকের দিনে কবি-র পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করি।

(লেখাটি পুনঃ প্রকাশিত)